COMPLIED & CIRCULATED BY
DIPASHRI ROY
STATE AIDED COLLEGE TEACHER
DEPT OF BENGALI
NARAJOLE RAJ COLLEGE
5TH SEMESTER DSE
CORE COURSE
PAPER - DSE1TG

~: কৃষ্ণকুমারী নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব :~

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটির নাট্যকার মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা পরিণত রচনা, এর পূর্বে 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' রচনা করে মধুসূদন বাংলা নাট্য-রচনাক্ষেত্রে আপন শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাট্যপ্রতিভার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬০)র মধ্যেই। নাট্য রচনায় মধুসূদন যে বরাবর পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শেই পক্ষপাতী ছিলেন একথা একান্তভাবে সত্য। বস্তুতপক্ষে তিনি পাশ্চাত্য ভাববারায় অনুপ্রানিত ব্যক্তিদের জন্যই নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই বন্ধুকে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন — "It is my intention to throw of the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit". কিন্তু কবিতার মত নাটক লেখকের একক সৃষ্টি নয়। নাটক লিখিত হয় মূলত মঞ্চস্থ হবার অভিপ্রায়েই। তাই নাট্যকারকে অনিচ্ছাকৃতভাবে দিক এবং কালের বন্ধনকে অনেকাংশে মেনে নিতে হয়। এক কথায় দর্শকদের রুচি, শিক্ষা ইত্যাদিকে অমান্য করা নাট্যকারের পক্ষে সহজ নয়। মধুসূদনের ক্ষেত্রে আরো নিদারুন ছিল এই যে তাকে পৃষ্ঠপোষকদের রুচি এবং নছন্দকে মান্য করতে হয়েছিল। তাই ইচ্ছামত তিনি সংস্কৃত নাটকের স্পর্শকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। তবে 'শর্মিষ্ঠা'ও 'পদ্মাবতী'র তুলনায় 'কৃষ্ণকুমারী'তে সেই স্পর্শ অনেক ক্ষীন। 'কৃষ্ণকুমারী'তে প্রাচ্য নাট্যসংস্পর্শ অপেক্ষা পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের এবং নাট্য ঐতিহ্যের প্রভাব অধিকতর, একথা স্বীকার করতেই হয়। তবে মধুসূদনের মধ্যে তদানীন্তন যুগবৈশিষ্ট্যানুসারে সাহিত্যরচনায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভাববারার সংমিশ্রন ঘটিয়ে নবযুগের রসতৃপ্তির আয়োজন সৃষ্টি করার ইচ্ছাই প্রবলতর হয়েছে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে সে ইচ্ছার সার্থক রূপায়ন ঘটেছে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডির গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কৃষ্ণকুমারী নাটককে বলেছেন — 'রোমান্টিক ট্র্যাজেডি'। তিনি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেও প্রাচ্য নাট্যাদর্শ পরিত্যাগ করেননি। নাটকের শুরুতে দেখা যায় ধনদাসের কাছ থেকে একটি চিত্রপট দেখে আহ্লাদিত হন জয়পুর রাজ জগৎসিংহ। চিত্রপটটি উদয়পুর রাজকন্যা কৃষ্ণার। চিত্রপটে দেখেই তীব্র আকর্ষনবোধ

COMPILED & CIRCULATED BY
DIPASHRI ROY
STATE AIDED COLLEGE TEACHER
DEPT OF BENGALI
NARAJOLE RAJ COLLEGE

5TH SEMESTER DSE
CORE COURSE
PAPER - DSE 1TG

তুলিত কারণে কৃষ্ণাকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে অনতিবিলম্বে রেবন করেন। বিনদাসকে দূত নিযুক্ত করে কিরাতপুর রাজ ভীমসিংহের কাছে। মাঝে অন্যত্র দেখা যায় মাদ্রাজিন কিরাতপুরের রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মাদ্রোয়ার রাজ মানসিংহের একটি চিত্রপট দেখলে কৃষ্ণা গভীরভাবে অনুরক্ত হন মানসিংহের প্রতি।

ইংরেজ রাজস্থান কাহিনীতে চিত্রপট দর্শনের কোন নজির নেই। এমনকি পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যেও এরকম ঘটনার নজির মেলেনা। মধুসূদন চিত্রপট দর্শন তুলিত প্রেমের নিদর্শন পেয়েছেন সংস্কৃত সাহিত্যে। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে পৌরাণিক চরিত্র রুক্মিণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছেন —

> " Kissen Kumari falling in Love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our ancient History or fable, the name of Rukmini will occur to you at once, I believe there are allusions to her in the play."

রুক্মিণীর কাহিনী পাওয়া যায় হরিবংশে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দুনাবলী শ্রবণ করে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন এবং সভাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন। একথাও কৃষ্ণা চিত্রপট দেখেই মানসিংহকে পতিত্বে বরণ করলেও তার বিবাহ নিয়ে সংশয়াপন্ন দেখা গিল তিনি কিরাতপুর রাজ্যের মঙ্গলচিন্তায় প্রাণ বিসর্জন দেন। দুরাত্মা দুর্জয়সিংহও কৃষ্ণার চিত্রপট দেখে তার প্রতি গভীর অনুরক্ত হন। নায়িকাকে চোখে না দেখে প্রণয় নিবেদনের নিদর্শন মধুসূদন পেয়েছেন মহাভারতের বনপর্বের নল-দময়ন্তীর কাহিনী থেকে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের নারীচরিত্রের মধ্যে অন্যতমা দুটি নারী চরিত্র হচ্ছে মদনিকা বিলাসবতী ও তার সহচরী মদনিকা। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে " কৃষ্ণকুমারী নাটকের মদনিকা ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন সম্ভবত মৃচ্ছকটিকের মদনিকা ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করেছিলেন", বস্তুত শব্দ এই সত্য সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের। কারণ শূদ্রকের নাটক। মৃচ্ছকটিকের অন্যতমা চরিত্র বসন্তসেনা মদনিকা হয়েছে চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা। বিলাসবতী ও বসন্তসেনার মত মদনিকা হয়েছে দুর্জয়সিংহের প্রতি প্রণয়নির্ভরা। আর মদনিকা চরিত্রটি শুধু নাম সাদৃশ্যই নয় পরিচারিকা এবং চরিত্রগুলির কিছু কিছু সাদৃশ্য রক্ষা করেছে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নায়িকা চরিত্র কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র গঠনে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের নায়িকা শকুন্তলা

COMPILED & CIRCULATED BY
DIPASHRI ROY
STATE AIDED COLLEGE TEACHER
DEPT OF BENGALI
NARAJOLE RAJ COLLEGE
5TH SEMESTER DSE
CORE COURSE
PAPER - DSE 1TG

চরিত্রের মধ্যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কালিদাসের নাটকের নায়িকা শকুন্তলার সঙ্গে প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। তপোবন উদ্যানের একটি লতাকে শকুন্তলা বনজ্যোৎস্না নাম দিয়েছিল, রাজকুমারী কৃষ্ণার চরিত্রেও বৃক্ষলতার সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্কের পরিচয় দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজকুমারী কৃষ্ণা নদীর ধেড়ের সঙ্গে বলেছে - "আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলেন। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম।"

ভূমিপুরের রাজা হলধরসিংহের চরিত্র - প্রকৃতিতে সংস্কৃত নাটকের ধীর-ললিত নায়কের লক্ষণ সম্পূর্ণ ফলে। এই ধীরোদাত্ত চরিত্রের মধ্যে সুন্দর স্বভাব এবং বহু নারীর প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। হলধরসিংহ রাজকার্যে মনোনিবেশ অপেক্ষা কৃষ্ণাবতীর চরিত্রগুণেতেই অধিক আনন্দ জ্ঞান করেছিলেন। বিনদাসের চরিত্রলক্ষণে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে। অবশ্য তার চরিত্রে দুষ্টবুদ্ধির অস্তিত্ব থাকলেও তথাকথিত বিদূষক থেকে সে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সংলাপ রচনায় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ব্যবহার এবং উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সংলাপের এই বৈশিষ্ট্যকে সহজেই সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বলে মনে করা যেতে পারে, তবে এ সমস্ত প্রকরণই নাটকের বহিরঙ্গ লক্ষণ।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রচনাকালে যে পাশ্চাত্য নাট্যশিল্পী, বিশেষত গ্রীক রচনার আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' রচনাকালে তিনি মহাকবি কালিদাসের নাট্যপরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' রচনাকালে তিনি যে বিশেষভাবে সফোক্লীসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমন অনুমানের সঙ্গেই সম্মত কারণ আছে। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রপরিকল্পনা এবং গঠন - কৌশলে সফোক্লীসের নাট্যশিল্পীর বহু উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রেরণা সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে যে লাভিনিয়া কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। রাজকুমারী কৃষ্ণার শোচনীয় পরিণতির সঙ্গে কুমারী লাভিনিয়ার করুণ মৃত্যুর গভীর সাদৃশ্য রয়েছে।

চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন যে অনেকাংশে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্য বিশেষ করে সফোক্লীসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। বিনদাসের চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি সফোক্লীসের ট্র্যাজেডি থেকে নিয়ে এসেছেন। ভীমসিংহের চরিত্র চিত্রণে সফোক্লীসের 'কিং লীয়র' নাটকের লীয়র চরিত্রটির প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

COMPLIED & CIRCULATED BY
DIPASHRI ROY
STATE AIDED COLLEGE TEACHER
DEPT OF BENGALI
NARAJOLE RAJ COLLEGE
5TH SEMESTER DSE
CORE COURSE
PAPER - DSE 1TG

তবে উভয় চরিত্রের শোকের কারণ এক নয়, একথা বলাই বাহুল্য। রাজেন্দ্রসিংহ 'কিং জন' নাটকের 'Philip the Bastard' চরিত্রটির অনুসরণে গঠিত। একথা মধুসূদন-নিজেই জানিয়েছেন। মদনিকার পুরুষের বেশে ছদ্মবেশ নিয়ে উদয়পুরে গমন এবং ধনদাসকে প্রতারণা করে বিলাসবতীর সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা শেক্‌স্‌পীয়রের 'As you like it' নাটকের রোজালিন্ড এবং 'Merchant of Venice' নাটকের পোর্সিয়া চরিত্র দুটির পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কৃষ্ণা কর্তৃক পদ্মিনীর ছায়ামূর্তি দর্শন কিংবা আকাশে কোমল বাদ্য শ্রবণ ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনাবলী যে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতিবাহিত, এমন অনুমান যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। নাট্যঘটনার মধ্যে অলৌকিকতার এই সন্নিবেশের ফলে বর্ণিত ট্র্যাজেডিটি অনির্দেশ্য অদৃষ্টের দ্বারা রহস্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'তে তার কিছুটা লক্ষণ রয়েছে।